দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যবই সহজ করা হচ্ছে ❑ পরিবর্তন হবে শিক্ষাদান পদ্ধতিও

## ❑ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ৭০ ভাগ শিক্ষকই বোঝেন না ঃ মূল্যায়ন রিপোর্ট

রাশেদ আহমদ ॥ দেশের প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক আরও সহজ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতিও। খুব শিগগিরই এ ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

দেশে বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ব্যাপক মূল্যায়নশেষে গৃহীত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের উপর সম্প্রতি এক মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার এই করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজ এই মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করে কিছুদিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দিয়েছে। প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই চালু করার পর তা কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা পর্যালোচনা করার জন্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এই মূল্যায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজ (বিআইডিএস) মূল্যায়নশেষে মন্তব্য করেছে নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের জন্যে উপযোগী নয়, এ সকল বই ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এ সকল বই ৫ বছর পড়ার পর ছাত্রছাত্রীরা যে স্তরে পৌঁছানোর কথা সেই স্তরে পৌঁছাতে পারছে না। মূল্যায়নকালে দেখা গেছে নতুন কারিকুলামের এই বই পড়ে উপকৃত হচ্ছে মাত্র ৩ দশমিক ৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী। এতে বলা হয় ঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ শিক্ষকই নিজেরাই না বোঝার কারণে এসব বই পড়াতে পারছেন না।

মূল্যায়ন রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, "প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের মেধাশক্তিতে চাপ সৃষ্টি করছে। বয়সের তুলনায় এই পাঠ্যবই শিশু-কিশোরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন। তাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। লেখাপড়া জীবনের প্রথম ধাপেই তাদের হিমশিম খেতে হয় এই বোঝার ভারে। এতে করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশে তাদের মধ্যে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়, তারা ভয় পায় এসকল বই পাঠে।"

রিপোর্টে বলা হয় ঃ এতে অর্থ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভীষণভাবে। ১৯৯২ সালে নতুন কারিকুলামের এই পাঠ্যবই চালু করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের উপর মূল্যায়ন রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি, অংক, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বোঝাও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের উপর।

এর অনেক কিছুই ঐ বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্বোধ্য। শিশু-কিশোরদের পাঠে উৎসাহিত করতে হলে আরো সহজ পাঠ্যবই প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক আজিজ আহমদ চৌধুরী 'সংবাদ'-কে বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে গেছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সফলতা আসছে না। তিনি বলেন, এই পাঠ্যবইগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তবে এক সাথে সব বই পরিবর্তন করা যাবে না। এগুলো পরিবর্তন করতে হবে পর্যায়ক্রমে। তিনি আরো জানান, বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতিরও পরিবর্তন আনা হবে। আগামী বছর থেকে পরিবর্তিত পাঠদান পদ্ধতি চালু হবে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা সেকেলে। এতে করে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ হয় না। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঢুকে একাধারে বক্তৃতা দিয়ে যান। এই বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি চালু করা হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষাদানে সক্রিয় অংশ নেবে। শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাদানের সময় গান গেয়ে, গল্প বলে শিক্ষা দেবেন।